২

দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ... 14 APR 1996 ...
পৃষ্ঠা কলাম ....

দুই মন্ত্রণালয়ের সমন্বয়হীনতা

৪০ শিক্ষক ৭ মাস যাবত বেতন পাচ্ছেন না

জনকণ্ঠ রিপোর্ট

একটি অফিস সার্কুলারে দুই মন্ত্রণালয়ের সমন্বয়হীনতার অমানবিক শিকারে পরিণত হয়েছেন ৪০ জন প্রবীণ শিক্ষক-শিক্ষিকা। তাঁরা অফিস আদেশের প্যাঁচকল ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের উদাসীনতায় ৭ মাস ধরে বেতন পাচ্ছেন না। দুর্মূল্যের বাজারে দুরবস্থার মধ্য দিয়ে তাঁরা দিনাতিপাত করছেন। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের যে সার্কুলারের সূত্রে এইসব শিক্ষক-শিক্ষিকাকে উচ্চতর স্কেলে বিধি মোতাবেক বেতন দেয়া হচ্ছিল, দীর্ঘ পাঁচ বছর পর এজি অফিস বলছে ওতে অর্থ মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন নেই। সুতরাং অতিরিক্ত বেতন ফেরত দেয়ার সার্কুলার পর্যন্ত জারি করা হয়েছে। বিষয়টি অর্থ মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনের অপেক্ষায় দিন গুণছে। আর ঐসব শিক্ষক-শিক্ষিকারা দিন গুণছেন কবে খুলবে তাদের বেতন বন্ধের জট।

১৯৯০ সালের সেপ্টেম্বর মাসের পূর্ব পর্যন্ত দেশের সব সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক-শিক্ষিকাগণ ২৪০০-৩৬০০ স্কেলে বেতন পেতেন। ১৯৯০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে এদের বেতন স্কেল উন্নীত করে ২৮০০-৪৪২৫ করা হয়। এই স্কেল ১৯৯১ সালের জাতীয় বেতন স্কেল গঠনের সময় ৪৮০০-৭২৫০ করা হয়। বিদ্যালয়ে কর্মরত শিক্ষক-শিক্ষিকাগণ এই স্কেলে বেতন পেয়ে আসছেন। কিন্তু ১৯৯০ সালের সেপ্টেম্বরের আগে যেসব প্রধান শিক্ষক-শিক্ষিকা প্রেষণ, ...দেল বা প্রাক অবসরে (এলপিআর) যান, তারা আগের স্কেলই পেতে থাকেন।

সূত্র মতে, প্রেষণ বা বদলির কারণে অন্যত্র নিযুক্ত শিক্ষক-শিক্ষিকারা শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে বিষয়টি জানান। শিক্ষা মন্ত্রণালয় এদের জন্য ৮ জানুয়ারি '৯২ এক সার্কুলার নং-শা ৪/২-৫/৮৯/১২ শিক্ষা জারি করে। এতে সংস্থাপন ও অর্থ মন্ত্রণালয়ের সম্মতিক্রমে এদের স্কেল কর্মরত শিক্ষক-শিক্ষিকাগণের মতো ২৮০০-৪৪২৫ করা হয়। এবং ১ জানুয়ারি ৯১ থেকে তাদের ৪৮০০-৭২৫০ স্কেল প্রদান করা হয়। এই আদেশের আওতায় ৪০ জনের নাম তালিকাভুক্ত করা হয়।

সূত্রমতে, এই সার্কুলারের সূত্রে ৪০ জন শিক্ষিক-শিক্ষিকা সরকারী বিধি মোতাবেক বেতন পেয়ে আসছিলেন। হঠাৎ গত ৮ জুন '৯৫ প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা এক পত্রে জানান, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ঐ সার্কুলারে অর্থ মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন ছিল না। ফলে বর্ধিত স্কেল তালিকাভুক্তদের দেয়া যাবে না।

এ কারণে ১৯৯৫ সালের মার্চ থেকে এই ৪০ শিক্ষক-শিক্ষিকার বেতন বন্ধ রয়েছে। জানা গেছে, বিষয়টি সুরাহার জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয় অর্থ মন্ত্রণালয়কে একাধিক পত্র ও তাগিদ দিয়েছে। অর্থ মন্ত্রণালয়ে বিষয়টি পড়ে আছে। ফাইলের কোন নড়াচড়া নেই। সূত্রমতে, এ প্রেক্ষিতে প্রেষণ/বদলিতে বিভিন্ন অফিসে নিয়োজিত প্রধান শিক্ষক-শিক্ষিকারা ৭ মাস বেতন পাচ্ছেন না। বিষয়টি অবিলম্বে সুরাহা হবে বলে তারা উর্ধতন কর্তৃপক্ষের দিকে চেয়ে আছেন।